প্রেস বিজ্ঞপ্তি

আসন্ন পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে শিশুর অধিকার রক্ষায় জনগণের ইস্তাহার

স্বাধীনতার ৬১ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। ১১ টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হয়েছে। কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ করে আবার পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সাধারণ মানুষের দুর্দশা অবসানের কোনো চেষ্টা নেই। সামাজিক সাম্যের পরিবর্তে অসাম্য বেড়েই চলেছে। রাষ্ট্রসংঘের তথ্য অনুযায়ী ভারতের গিনি সূচক ৩৬. ৮ । ''ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট'' - এর ২০০৮ সালে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ভারতের স্থান ৬৬ তম। এদেশে ১ কোটি মানুষ সারা বছরই আধপেটা খেয়ে থাকেন। ১৩ লাখ মানুষ সারা বছরই আধপেটা খেয়ে থাকেন। শতকরা ২৪ টি শিশু অর্ধেক কাবার পায় না। শতকরা ৫০ ভাগের বেশি শিশু অপুষ্টিতে ভোগে। ৬ বছরের কম বয়সী ৬ কোটি শিশু এদেশে দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে। ৫ থেকে ৯ বছর বয়সের মাত্র ৫৬ শতাংশ শিশু স্কুলে যায়। সকল শিশুর শিক্ষা ও সুরক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই। বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা শিশুরা শিশুশ্রমিকে পরিণত হচ্ছে। শিশু পাচার বেড়েই চলেছে। ওয়েবেন ১৯৯৬ সাল থেকে তার জন্মলগ্ন থেকেই ওয়েবেন কোঠারি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সকল শিশুর জন্য সমগুণমানের শিক্ষার দাবিতে লড়াই করে আসছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো সরকার তা কার্যকর করার সদিচ্ছা দেখায়নি।

এই প্রেক্ষাপটেই শিক্ষা সহ শিশুর অধিকার রক্ষায় জনগণের ইস্তাহার প্রকাশ করছে ওয়েষ্টবেঙ্গল এডুকেশন নেকওয়ার্ক (ওয়েবেন)। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে নির্বাচন প্রার্থীদের কাছে ওয়েবেন জনগণের ইস্তাহার পৌঁছে দেবে। যে সকল প্রার্থী ইস্তাহারে উল্লেখিত দাবি গুলির সাথে একমত হবেন তাঁদের ইস্তাহারে স্বাক্ষর করতে অনুরোধ করা হবে ওয়েবেনের পক্ষ থেকে। জনগণের ইস্তাহারে উল্লেখিত দাবিগুলির নীচে লেখা হয়েছে, ''২০০৯ এর পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচনে আমি একজন নির্বাচন প্রার্থী। ওপরের দাবিগুলির সাথে আমি একমত। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে আমি জয়ী হলে এই দাবিগুলি কার্যকরী করতে সচেষ্ট হব।'' যে সকল প্রার্থী এই দাবির সমর্থন করে স্বাক্ষর করবেন এবং যাঁরা স্বাক্ষর করবেন না তাঁদের সকলের কথাই ওয়েবেনের পক্ষ থেকে জনগণের কাছে তুলে ধরা হবে।

রাজ্য আহ্বায়ক বৃন্দ
ওয়েষ্টবেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক